R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

সঞ্চয় জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম :
অরুণোদয় সেভিংস এণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট (ই) লিমিটেড
গভঃ রেজিঃ নং ৩১০০৫
হেড ও রেজিঃ অফিস :
বারুইপাড়া, কালনা (বর্দ্ধমান)
শাখা অফিস :
ফুলতলা রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুবীমার সুযোগ নিন।

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

ভি ডি ও ক্যাসেট স্যুটিং
এর জন্য যোগাযোগ করুন—
ষ্টুডিও চিত্রশ্রী
রঘুনাথগঞ্জ :: মুর্শিদাবাদ
ব্রাঞ্চ : ষ্টুডিও চিত্রশ্রী ২
রঘুনাথগঞ্জ ॥ ফুলতলা
এজেণ্ট : ম্যাপ কালার ল্যাবঃ

৭৭শ বর্ষ
৩১শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩রা পৌষ বুধবার, ১৩৯৭ সাল
১৯শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ সাল।
নগদ মূল্য : ৫০ পয়সা
বার্ষিক ২৫৲

জঙ্গিপুর পুরসভায় নগ্ন দলবাজীতে ব্যয় বাড়ছে কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর পুরসভার বোর্ড পরিবর্তনে শাসক দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় নাগরিকরা আশান্বিত হয়েছিলেন—এবার কাজ হবে, সরকারী আর্থিক সাহায্য বাড়বে। সরকারী আর্থিক সাহায্য বাড়লেও কাজ যে তিমিরে সে তিমিরে। জানা যায় রঘুনাথগঞ্জ শহরেই ১৬টি টিউবওয়েল খারাপ হয়ে পড়ে আছে। এগুলি মেরামত করার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। পুরপতি জানান কল সারাবার সরঞ্জাম ষ্টকে নেই। কিন্তু তিনি ভালমতই জানেন লোকাল পারচেজ করে এগুলি সারাবার অধিকার তাঁর আছে। জরুরী প্রয়োজনে পুরপতির ক্ষমতা প্রয়োগ করা বেআইনী নয়। তবু তিনি তা করছেন না। এদিকে বিভিন্ন ওয়ার্ডে সি পি এম কমিশনাররা আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে টেণ্ডার না নিয়ে নিজেদের মনোমত লোক দিয়ে বিভিন্ন কাজ করাচ্ছেন। পুরপতি সব জেনেও রাজনীতির (৫ম পৃষ্ঠায়)

ঠাকুরের দক্ষিণা না দেওয়ায় ডিলাররা অত্যাচারিত

সাগরদীঘি : খবরে প্রকাশ এই থানার ৪০ জন এম আর ডিলারের স্বাক্ষরিত এবং স্থানীয় বিধায়কের অনুমোদিত এক অভিযোগপত্র জেলা শাসককে পাঠানো হয়েছে। ঐ অভিযোগ-পত্রে ডিলাররা জানিয়েছেন জঙ্গিপুর মহকুমা খাদ্য সরবরাহ নিয়ামক পরিতোষ ঠাকুর তাঁদের কাছ থেকে ডিলার প্রতি ২০০ টাকা বাৎসরিক দক্ষিণা দাবী করেন। অসহায় ডিলাররা সেই টাকা দিতে না পারায় তাঁদের কোটামত খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয় না। ফলে সরকার ঘোষিত ক্ষেতমজুরদের জন্য বিলি করা চালের কোটা অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে দেওয়া হয় না। ৬ অক্টোবর পর্যন্ত কোটা না পাওয়ায় ডিলাররা ৭ অক্টোবর মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের সঙ্গে দেখা করতে গেলে তিনি তাঁদের অপমান করে তাঁর চেম্বার থেকে তাড়িয়ে দেন বলে অভিযোগ। তাঁরা গত ৯ অক্টোবর পুনরায় জঙ্গিপুরে তাঁর অফিসে গেলে তিনি ডিলারদের তাঁর ঘরে ডেকে বলেন 'যা বলেছি করতে হবে, নইলে এরপর এখানে এলে ঘাড় ধরে বার করে দেবো'। গত ৬ ডিসেম্বর এ সমস্ত অভিযোগের তদন্তে সাগরদীঘিতে (৫ম পৃষ্ঠায়)

বিধ্বংসী ভাঙনরোধে ৬ কোটি টাকার ব্যাপক পরিকল্পনা

রঘুনাথগঞ্জ : আখেরীগঞ্জের বিধ্বংসী পদ্মা ভাঙনের কবল থেকে গ্রামগুলি বাঁচাতে সরকার এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। নদীর পার বাঁধানোর জন্য চারটি স্কীম নেওয়া হয়েছে, যার মোট এষ্টিমেটের কস্ট প্রায় ৬ কোটি টাকা। এই স্কীমগুলি পঃ বঙ্গ সরকারের বন্যা নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের টেকনিক্যাল কমিটি অনুমোদন করার পর গঙ্গা বন্যা নিয়ন্ত্রণ কমিশনের হেড অফিস পাটনায় পাঠানো হয়েছিল। এই কমিশন স্কীমগুলো পরীক্ষা করে অনুমোদনযোগ্য মনে করে প্ল্যানিং কমিশনে পাঠিয়েছে। এই স্কীমগুলোর কাজ করার জন্য স্থানীয় এ্যান্টি-ইরোসন ডিভিশন থেকে প্রায় সাড়ে-চার কোটি টাকার টেণ্ডার ডাকা হয়েছে। রাজ্য সরকারের মঞ্জুরী সাপেক্ষে কাজ শুরুর অপেক্ষায় আছে। গত ১২ ডিসেম্বর (৫ম পৃষ্ঠায়)

প্রাক্তন পুর কমিশনার সংঘর্ষে আহত

জঙ্গিপুর : গত ১৬ ডিসেম্বর রাত্রি ৭টা নাগাদ স্থানীয় বাবুবাজারে এক সংঘর্ষে প্রাক্তন পুর কমিশনার দিলীপ সাহা মারাত্মকভাবে আহত হয়ে মহকুমা হাসপাতালে ভর্ত্তি হন। খবর জনৈকা হিন্দু তরুণীকে জনৈক মুসলীম যুবক প্রেমপত্র দেওয়ায় এই ঘটনা ঘটে। দিলীপ সাহা এ ব্যাপারে প্রতিবাদে এগিয়ে গেলে বাবুবাজার ডোমপাড়ার কয়েকজন মুসলমান যুবক জোটবদ্ধ হয়ে তাঁকে আক্রমণ করে জখম করে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অবনতি রুখতে ওখানে পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। সংবাদ প্রকাশ পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। এই ঘটনার প্রতিবাদে পরদিন সোমবার ঐ এলাকার সমস্ত দোকানপাট বন্ধ রাখা হয় এবং দুপুরে একটি ধিক্কার মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে।

রেশনে কেরোসিনের দাম বেশী নেওয়া হচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : জঙ্গিপুর মহকুমার প্রান্ত গ্রামাঞ্চলে নিরক্ষরতার সুযোগ নিয়ে সরল অসহায় গ্রামবাসীদের কাছ থেকে রেশন ডিলাররা কেরোসিনের দাম বেশী নিচ্ছেন বলে অভিযোগ। লিটার প্রতি ৩'৩৫, আবার কোথাও ৩'৫০ টাকা লিটার পিছু নেওয়া হচ্ছে। কারণ দেখাচ্ছে, সরকারের নির্দ্ধারিত দাম এখনো আসেনি। এ ব্যাপারে আমাদের প্রতিনিধি ১০ ডিসেম্বর মহকুমা ফুড এ্যাণ্ড সাপ্লাই অফিসে যোগাযোগ করলে জনৈক পদস্থ অফিসার জানান, বেশী দাম নেবার কোন কারণ আমাদের জানা নেই। সরকার নির্দ্ধারিত দাম কত জানতে চাইলে তিনি বলেন, কেরোসিন লিটার (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন : আর জি জি ১৬

সর্বোভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩রা পৌষ বুধবার ১৩৯৭ সাল

চাই ভারতীয় জাতীয়তাবোধ

আজকাল যে কোন দিন সংবাদপত্র খুলিলেই দৃষ্টিপথে পতিত হয় পাঞ্জাবে শিখ হিন্দু সংঘর্ষ, কিংবা আসামে বিদেশী বিতারণের নামে বসবাসকারী অন্য প্রদেশবাসীদের উচ্ছেদের বিপুল প্রচেষ্টা। অর্থাৎ স্বাধীন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে মনো-মালিন্য। সকলেই চায় নিজ গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠা। সকলেই ভাবে এই ভাবেই হয়তো নিজ নিজ গোষ্ঠীর বা সম্প্রদায়ের কর্তৃত্ব স্থাপিত হইলেই সকলের সর্বসুখ লাভ হইবে। কিন্তু কেহ ভাবিয়াও দেখিতেছে না খণ্ড ছিন্ন জাতি কখনও সবলতা প্রাপ্ত হইতে পারে না। এই ভারতবর্ষের অতীতদিনের ইতিহাসও সেই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। বীর ধর্মে, যুদ্ধবিদ্যায় উৎকর্ষ লাভ করিয়াও ভারতের ক্ষত্রিয় রাজগণ তাঁহাদের স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হইতে পারেন নাই। বহিরাগত আক্রমণের মুখোমুখী হইতে না হইতেই তাহাদের শৌর্য্যবীর্য্য কোন অবস্থাতেই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। পরবর্তীকালে মুসলমান বিজেতাগণও সেই বিচ্ছিন্নতাবাদের শিকার হওয়ায় তাহাদের অপেক্ষা কম বলশালী বৃটিশ শক্তির পদানত হইতে বাধ্য হন। সেই কারণেই একথা সহজেই বোধগম্য যে বিশাল ভারতে এই সাম্প্রদায়িক ও গোষ্ঠী সচেতনতা তাহার অন্ধকার ভবিষ্যতেরই সূচনা করে। অনেকে অবশ্য বলিয়া থাকেন ভারতবর্ষ এক বিশাল দেশ এবং বহু ভাষাভাষী, বহু ধর্মের মানুষ এদেশে বাস করিয়া থাকে। অতএব তাহাদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধতা অসম্ভব এবং সামগ্রিক ভারতীয় চেতনার কথা পাগলের প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু সেই সব মতের ব্যক্তিগণকে জানাইতে ইচ্ছা করে পৃথিবীতে বহু শক্তিশালী রাষ্ট্র রহিয়াছে যেখানে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বহু মতাদর্শী মানুষজন বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা সকল মত সকল ধর্ম্মের সামঞ্জস্য বিধান করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

সুইজারল্যাণ্ড একটি অতি ক্ষুদ্র গণতান্ত্রিক দেশ। বাঙ্গালার একটি ছোট জেলার মত এই রাষ্ট্র। এই ক্ষুদ্র দেশে ফরাসী, জার্মাণ, ইতালীয় ও রুমানীয় চারিটি ভাষাভাষী মানুষ বাস করেন। তথাপি তাঁহারা নিজদিগকে একটি স্বাধীন দেশের নাগরিক বলিয়া চিন্তা করিয়া থাকেন।

'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা'

সেরাজুল ইসলাম

মানব সভ্যতার ত্রাস এড্‌লফ হিটলার এক সময় বলেছিলেন "A man fulfills himself in war and a woman fulfills herself in motherhood." কিন্তু যে সময় তিনি এ ধরনের মন্তব্য করেন—তখন গোটা দুনিয়ায় বিশ্বযুদ্ধের বিষ ছড়িয়ে পড়েছে। শিশু ও মহিলার জন্য তখন এক বিষময় পরিবেশ গড়ে উঠেছে চারিদিকে। এ সময় তার মুখে এ ধরনের কথা কিছুটা বেমানাই বটে। তবুও শিশুই যে জাতির ভবিষ্যৎ—সেটা তিনি বুঝেছিলেন ঠিকই। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হ'ল। জন্ম নিল 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' বা (U.N.O.)। গোটা বিশ্বের শান্তি রক্ষার দায়িত্ব ভার কাঁধে নিয়ে দুই বিশ্বযুদ্ধের সমস্ত হলাহল কণ্ঠে ধারণ করে—নীলকণ্ঠ যেন। এ হেন প্রতিষ্ঠান ১৯৭৯ সালটিকে 'শিশু বর্ষ' হিসেবে চিহ্নিত করে শিশুর স্বাস্থ্য, খাদ্য ও পরিধানের উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টির অঙ্গীকারও করল সাথে সাথে। পরবর্তীকালে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু—যাকে শিশুরা 'চাচা নেহরু' বলে ডাকত আদর করে—তিনিও শিশুদের উন্নতির কথা নিয়ে মাতামাতি করে গেছেন বেশ বড় মাপেই। কিন্তু অনেক দিনই কেটে গেল—কাজের কাজ আর হল কই? সেই অনাহার, সেই অপুষ্টি এবং অকালে ঝরে যাওয়া—সবই তো চলছে সমান দাপটে। তৃতীয় বিশ্বই বা বলি কেন গোটা দুনিয়াটাই যেন কেমন হয়ে গেছে। কথায় আর কাজে বড় ফারাক। ট্রাজেডিটা এখানেই। গালভরা বুলি আওড়াতে, আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে প্রতিশ্রুতি দেওয়ার ব্যাপারে—আমরা সবাই উদার। কিন্তু বাস্তবের সামনাসামনি হলেই পাশ কাটিয়ে যেতেও সমান পারঙ্গমও বটে।

নিষ্পাপ শিশু পৃথিবীর আলো হাওয়ার সাথে পরিচিত হয় কান্নার মাঝ দিয়ে। তাই বলে কি কান্নাই তাদের চলার পথের সঙ্গী হবে আজীবন? নাকি সুখ-শান্তি, স্নেহ-ভালবাসা পেয়ে বেড়ে উঠবে সুস্থ-সবল নাগরিক হিসেবে। দ্বিতীয়টাই বাঞ্ছনীয়। 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা, সব শিশুরই অন্তরে।' কিন্তু বাস্তব বড় রূঢ়, বড় নিষ্ঠুর তার আচরণ। দেশের প্রায় ১০ কোটি শিশু আজ শ্রম দান করে অন্নের ব্যবস্থা করছে। মালিক শ্রেণী তাদের দৈন্যের সুযোগ নিয়ে শ্রমিক আইন লঙ্ঘন করে অল্প মজুরীতে বেশী শ্রম আদায় করে নিচ্ছে। তারা অসহায়। মালিকদের দুর্নীতির বিজয় রথ তাই আজও চলছে সমানভাবে। গোটা দুনিয়ায় পরিবর্তনের ঢেউ লেগেছে। অত্যাচারিতরা একজোট হচ্ছে তাদের দাবী আদায়ের সংকল্প নিয়ে। পাশের রাষ্ট্র বাংলাদেশে জঙ্গী এরশাদ আজ গদিচ্যুত। দেখাদেখি আমাদের ক্ষুদে শ্রমিকরাও জোট বাঁধছে। 'একতাই যে বল'—এটা তাদের বোধের মাঝে আসছে ধীরে ধীরে। তাই এবারের শিশু দিবসে শিশু শ্রমিকরা মিছিল করে তাদের দাবী পেশ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বাসস্থানের যে দাবী স্বীকৃত হয়েছে প্রস্তাবনায় ও বক্তৃতায়—সেটার রূপকার হবে কে? প্রশাসন? নাকি আমি, আপনি বা আর কেউ? আমার মনে হয় প্রশাসনকেই ভাবতে হবে এ সব। টালবাহানা করে দিন কাটালে দিন পার হয়ে যাবে ঠিকই কিন্তু সামনে গভীর খাত। তা লাফ দিয়ে পার পাবার উপায় থাকবে না। শিশুদের পুষ্টি, তার রোগের চিকিৎসা, আলো-হাওয়াযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা এগুলোর সাথে সাথে শিশু শ্রমিকদের সঠিক মজুরী, কাজের নির্দিষ্ট সময় এই বিষয়গুলো যাতে যথাযথভাবে পালিত হয় সেদিকে সরকারী নজর অবশ্যই রাখতে হবে। সামনের শিশু দিবস আসতে বেশ দেরী। কত শত পরিবর্তন হয়ত এসে যেতে পারে ততদিনে। এই পরিবর্তনের ঢেউটা যদি শিশুদের কপালে ছিটে ফোঁটাও জোটে—সামনের বছরে যদি তারা অন্ততঃ গায়ে রঙীন জামা ও মাথায় টুপি পড়ে শিশু দিবস পালনে অংশ নিতে পারে তবেই সার্থক হবে আমাদের হৈ-চৈ আর সভা সমিতি করা। শিশুদের উন্নতির আকাঙ্খা পুষ্টিলাভ করবে তখনই আর জন্ম নেবে সুস্থ, সবল নাগরিক।

রাশিয়া—আর একটি দেশ যেখানে ভারতের অপেক্ষা বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর বাস। ভাষা ও ধর্ম্মমতেও তাহারা পৃথক। কিন্তু তাহারাই একত্রিত হইয়া—পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে।

এই সব হইতেই সহজেই অনুমিত হইতেছে যে যদি জাতির চরিত্র ও নৈতিক মেরুদণ্ড ঠিক রাখিয়া কোন একটি দেশ সামগ্রিকভাবে নিজেকে এক বিশাল রাষ্ট্রের একক একটি সত্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয় তবে সেই দেশ বা রাষ্ট্র নিজেকে শক্তিমান করিয়া তুলিতে সক্ষম হয় এবং তাহার শুধু বর্তমান নয় ভবিষ্যতও সুন্দর আলোকোজ্জ্বল হইয়া উঠে।

সেই কারণেই ভারতবর্ষের প্রত্যেক মানুষকে গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কথা ভুলিয়া গিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবোধে উদ্‌বুদ্ধ হইয়া উঠিতে হইবে। তবেই ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিতে পারিবে।

ইউ টি ইউ সির জেলা সম্মেলন

ফরাক্কা, সৌমিত্র সিংহ রায় : গত ১৫-১৬ ডিসেম্বর ইউ টি ইউ সির মুর্শিদাবাদ জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ফরাক্কা ব্যারেজ রিক্রিয়েশন হলে। ১৫ ডিসেম্বর ফরাক্কা নেতাজী ময়দানে প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের সেচ ও জলপথ মন্ত্রী দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্তমন্ত্রী মতীশ রায়, ইউ টি ইউ সির জেলা সম্পাদক বিশ্বনাথ ব্যানার্জী, আশীষ রায়চৌধুরী, লালগোপাল চৌধুরী। পূর্তমন্ত্রী বলেন, সারা ভারতবর্ষে ১ লক্ষ ৩৯ হাজার কলকারখানা বন্ধ। শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডের ১৮০ কোটি টাকার হিসাব মালিকেরা দেননি। ফরাক্কা ব্যারেজ প্রজেক্ট, এন টি পি সি-তে কয়েক হাজার শ্রমিকের সংস্থানের কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যক্তি মালিকানার প্রতিষ্ঠানের মতো কর্মসংস্থান সঙ্কুচিত করছে। ভারতবর্ষে ৩০ কোটি মানুষের বাড়ী, খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির সুযোগ নেই। অল্প সংখ্যক মানুষ দেশের বেশীরভাগ সম্পদ ভোগ করছে। এই ধনবাদী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে লড়তে শ্রমিক শ্রেণীকে আরো বেশী সচেতন হতে হবে। প্রতিক্রিয়াশীল কংগ্রেস এবং অধুনা বিজেপি সাম্প্রদায়িক জিগির তুলে শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্যকে ভাঙ্গতে চাইছে। এদের রুখতে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাকে সংঘবদ্ধ করতে হবে সমস্ত শ্রেণীকে। সেচমন্ত্রী দেবব্রত ব্যানার্জী বলেন, ইউ টিউ ইউ সি শ্রমজীবী শ্রেণীর সংগঠন। এ দেশের স্তালিনপন্থীরা জাতীয় আন্দোলনের, সুভাষচন্দ্রের সংগ্রামের বিরোধীতা করেছিলেন। মার্কসবাদ-লেলিনবাদ বিজ্ঞানসম্মত, তাই কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। সঠিক নেতৃত্ব আবার মার্কসবাদ-লেলিনবাদ অজেয় হবেই। দেশের প্রসঙ্গে বলেন, কংগ্রেসীরা ৩৯ বছরের শাসনে ভারতবর্ষকে দেনায় বিক্রি করে দিয়েছে। বৈদেশিক ঋণ মোট ১ লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকা—যার সুদ গুণতে হয় বছরে ১৭ হাজার কোটি টাকা। ৮০ কোটির মধ্যে ২ কোটি মানুষ খাদ্যের অভাবে রোগগ্রস্ত। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রসঙ্গে বলেন, উঃ প্রদেশ, আলিগড়, আমেদাবাদে গত ৩ দিনে ৩৫০ জন প্রাণ হারিয়েছেন। ৪৩ বছরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়েছে '৯০ সাল অব্দি ১২ হাজার ৩৪২ বার। ঐসব হচ্ছে শ্রমিক কৃষক-মেহনতী মানুষকে ধর্মের নামে ভাগ করে দেবার বুর্জোয়াদের চক্রান্ত। বিজেপি বুর্জোয়া দল, হিন্দু বড় ব্যবসায়ীদের প্রতিষ্ঠান। রাজস্থান, কানপুর, লক্ষ্ণৌর পুঁজিবাদীরা বিজেপি, হিন্দু পরিষদকে টাকা জোগাচ্ছে। সমাবেশে সভাপতি ছিলেন বিধায়ক শিশ মহম্মদ। ৩০০ জন প্রতিনিধির উপস্থিতিতে ৩৩ জনকে নিয়ে নতুন কমিটি তৈরী করা হয় সম্মেলনে। সভাপতি হয়েছেন সেচমন্ত্রী দেবব্রত ব্যানার্জী. সহ সভাপতি প্রদীপ নন্দী ও জগন্নাথ চৌধুরী। পুনরায় সম্পাদক হয়েছেন বিশ্বনাথ ব্যানার্জী।

মহকুমা স্কুল স্পোর্টস অনুষ্ঠিত হলো

রঘুনাথগঞ্জ, শুভঙ্কর সরকার : গত ১২ ও ১৫ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর মহকুমা স্কুল স্পোর্টস এ্যাসোশিয়েশনের পরিচালনায় স্থানীয় ম্যাকেঞ্জি পার্ক ময়দানে মহকুমার সাতটি ব্লকের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। পাঁচটি গ্রুপে বিভিন্ন ইভেন্টে ৩০০-র বেশী প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করে। এ্যাসোশিয়েশনের সভাপতি মহকুমা শাসক এস, সুরেশ কুমার প্রথম দিন বিশেষ কারণে অংশ নিতে পারেননি। দ্বিতীয় দিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে তিনি সে কারণে দুঃখ প্রকাশ করেন। এই অনুষ্ঠানের ব্যয়ভার বহন করেন বিভিন্ন স্কুল ও মহকুমার ক্রীড়া-মোদি মানুষ। সরকারী কোন অর্থ সাহায্য এবার পাওয়া যায়নি বলে সম্পাদক সুবোধকুমার দাস জানান। অনুষ্ঠান চলাকালীন হাউসনগর হাই মাদ্রাসার জনৈক ছাত্র উচ্চ লম্ফনে আঘাত পাওয়ায় তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এই প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানের অধিকারীরা জেলা প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে বলে জানা যায়।

চক্ষু অপারেশন শিবির

জঙ্গিপুর : লায়নস ক্লাব জঙ্গিপুর ও কলিকাতার পোস্তা, অশোকা রোড, হিন্দুস্থান পার্ক, সল্টলেক এবং লিও ক্লাব আজিপুর পার্কের পরিচালনায় গত ১৬ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর টাউন ক্লাব হলে চক্ষু আস্ত্রোপচার শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এই শিবিরে ডাঃ পিনাকীরঞ্জন রায়, ডাঃ এস, এন, ভকত, ডাঃ পাল এবং ডাঃ সরোজ সিনহা প্রমুখের তত্ত্বাবধানে ১০২ জনের চক্ষু অপারেশন করা হয়। রোগী'দের খাদ্যপথ্য সহ অন্যান্য খরচ বহন করেন লায়ন্স ক্লাবের সদস্যরা।

আফিডেবিট

১-৯-৮৮ এর 'জঙ্গিপুরের চিঠি' পত্রিকায় প্রকাশিত আমার দুই কন্যা ১। মেনকার ও ২। রেণুকার পদবী পরিবর্তনের ঘোষণাটি সম্পূর্ণ ত্রুটিযুক্ত হওয়ায় সেটি বাতিল বলে গণ্য হবে। ১৬-১০-৮৭ আফিডেবিট অনুসারে আমার দুই কন্যা ১। মেনকা হালদার থেকে মেনকা বাগদী হল। ২। রেণুকা হালদার থেকে রেণুকা বাগদী হল। আমি জয়া বাগদী স্বামী কৃষ্ণপদ বাগদী, সাং দরবেশপাড়া, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ হইতে ঘোষণা করিতেছি।

পৌরসভা পরিচালিত ক্রিকেট লীগ শুরু হল

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় পৌরসভা পরিচালিত ক্রিকেট লীগের খেলা গত ৭ ডিসেম্বর জঙ্গিপুর বড়বাগান মাঠে এবং ৯ ডিসেম্বর স্থানীয় ম্যাকেঞ্জি পার্ক মাঠে অনুষ্ঠিত হয়। ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৮টি খেলা হয়েছে। এর ৬টি হয়েছে জঙ্গিপুর বড়বাগান মাঠে এবং ২টি রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক মাঠে। মোট ২০টি দলের মধ্যে এই খেলা হচ্ছে। ২০টি দলকে মোট ৪টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। প্রতি গ্রুপ থেকে ১টি করে দল উঠবে এবং তাদের মধ্যে নক-আউট খেলা হবে।

সেচ বিভাগকে জানানো হল

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর পৌর এলাকার রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর উভয় পারেই গঙ্গার তীর ভীষণভাবে কেটে যাচ্ছে। গত ৬ ডিসেম্বর-এর এক সভায় জঙ্গিপুর পুরসভার কমিশনারগণ এ ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সেচ বিভাগকে লিখিতভাবে জানান বলে খবর।

'সঙ্কেত' এর ৩য় বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা

নবারুণ : 'সঙ্কেত' নাট্য সংস্থার পরিচালনায় নিখিলবঙ্গ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে আগামী ১৩ জানুয়ারী ১৯৯১। 'সঙ্কেত' ফরাক্কা সুপার থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট পরিচালিত একটি নাট্য সংস্থা। সংস্থার তৃতীয় বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে নিম্নলিখিত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। যেমন—আবৃত্তি, বিতর্ক, সঙ্গীত, তাৎক্ষণিক ভাষণ। উপরোক্ত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে : 'সঙ্কেত' (এন টি পি সি) এ ৩০৬, টি টি এস, পোঃ পুবারুণ (মালদা)।

ব্যানার্জী বেষ্ট ব্রয়লার

বিবাহ ও বিভিন্ন ভোজন-উৎসবে মাংসের জন্য উৎকৃষ্ট মানের ব্রয়লার সাপ্লাই করা হয়।

যোগাযোগ করুন

রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা, নিরালা হোটেলের পাশে

সারা ভারত ফঃ ব্লকের লোকাল কমিটির সম্মেলন

ধুলিয়ান : গত ৮ ডিসেম্বর ফঃ ব্লকের সুতি, সামসেরগঞ্জ, ফরাক্কা লোকাল কমিটির সম্মেলন স্থানীয় শহরে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ১৫০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। জেলা ফঃ ব্লকের সম্পাদিকা ছায়া ঘোষ ও জেলার নেতা কমঃ আনিসুর জামাল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। আগামী দিনের আন্দোলনের বিষয়ে আলোচনার পর ২৫ জনকে নিয়ে একটি লোকাল পরিচালক বডি গড়া হয়। বডিতে সুজিত মুন্সী, সভাপতি, ইউসুফ হোসেন সাধারণ সম্পাদক ও রৌশন আলী কার্য্যকরী সম্পাদক নির্বাচিত হন।

National Thermal Power Corporation Ltd.

NTPC
नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन

(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)

Farakka Super Thermal Power Project

P. O. NABARUN-742236 : DIST. MURSHIDABAD (W.B.)

Applications are invited from bonafide and experienced Shop Owners/Traders/Entrepreneurs/Business Men for allotment of undernoted shops at NTPC Permanent Township, P. O. Pubarun, Dist. Malda, West Bengal on lease agreement initially for a period of 11 (eleven) months on payment of Licence Fee @ Rs. 1'50 (Rupee One and Paise Fifty only) per Sq. Ft. of plinth area which may be revised by NTPC Authority from time to time alongwith Electricity Charges as applicable for the Shops.

Shopping Centre Neighbour-II

Trade	Nos. of Shop
Laundry	1
Saloon	1
Grocery	2
Stationery	2
Hotel-cum-R staurant	1
Electrical Goods	1
Tea and Snacks	1
Bedding Store	1
Sweets and Confectionery	1

Shopping Centre Neighbour-III

Pan and Cigarette	1
Fruits	1

Central Market

Shoe	1
Kwality Ice Cream	1
VCP/VCR/TV Repairings & Video Cassete library	1

Interested persons having exposure/experience in the line may apply in the following format alongwith the copy of credentials, if any, together with a Bank Draft of Rs. 500/- (Rupees five hundred only) to be drawn in favour of NTPC Limited, Farakka and payable at State Bank of India, Farakka as Earnest Money. Earnest money will be refunded in case of non-selection and the same will be converted to the Security Deposit for the selected persons. In addition, Rs. 50/- (Rupees fifty only) is to be paid as application fee and this fee is not refundable. No Residential Accommodation will be provided to the Shop Owners/Keepers at NTPC Township.

Format Of Application For Allotment Of Shop In NTPC T/Ship

Name Of The Trade/Business _____

1. Name of the Applicant :
(In Block Letters)

(Contd. 5 page)

(Contd. From Pre page)

2. Father's Name :
3. Address for Communication :
4. Permanent Address :
5. Age :
6. Experience in the respective Trade :
7. a) Financial capability to invest in this Business :
   b) Sources of finance :
8. Particulars of deposits of Earnest Money :
   a) Bank Draft No .....
   b) Amount .....
   c) Date .....
9. Reference of any two persons not related to the applicant :

a) Name :
Profession/
Designation :
Address :

b) Name :
Profession/
Designation :
Address :

SIGNATURE OF THE APPLICANT WITH DATE

The appiication fill in all respect in the above format must be submitted latest by 5-00 P.M. on 15-2-91 to P & A Department, FSTPP, P. O. Nabarun, Dist. Murshidabad (W.B.) Pin-742 236.

S. P. Mandal
Manager (P&A)
NTPC/FSTPP

৬ কোটি টাকার পরিকল্পনা

(১ম পাতার পর)

এ্যান্টি-ইরোসেন ডিভিশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়র রূপকুমার বসু এক সাক্ষাৎকারে আমাদের প্রতিনিধিকে একথা জানান। জঙ্গিপুর মহকুমায় এ বছর কোথায় ভাঙ্গন বেশী হয়েছে জানতে চাইলে শ্রীবসু বলেন, খান্দুয়া এবং মিয়াপুর এ বছর বেশী ভেঙ্গেছে। জঙ্গীতে খুব ভাঙ্গন হয়েছে। তিনি আরো জানান, গঙ্গা এবং পদ্মার মধ্যে বর্তমানে সবচেয়ে কম দূরত্ব রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের সম্মতিনগর লাগোয়া ফাজিলপুরে মাত্র ১·৩ কিমি।

কাজ কিছুই হচ্ছে না

(১ম পাতার পর)

স্বার্থে চুপচাপ থাকছেন। খবর কিছুদিন আগে ৫নং ওয়ার্ডে একটি ড্রেন প্রায় ৭ হাজার টাকা ব্যয়ে করানো হয়েছে। সেটির ক্ষেত্রে কোন টেণ্ডার না নিয়েই সি পি এম কমিশনার অচিন্ত্য দাস নিজের মনোমত লোক দিয়ে কাজ করিয়েছেন। ৪নং ওয়ার্ডেও একটি ড্রেনের কাজ চলছে। ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫/১৬ হাজার টাকা। এ ক্ষেত্রেও কোন টেণ্ডার নেওয়া হয়নি। এই ওয়ার্ডেও সি পি এম কমিশনার আনিসুর রহমান চাপ দিয়ে একাজ করিয়ে নিচ্ছেন বলে খবর। জহর যোজনার টাকা থেকে ১০নং ওয়ার্ডে ৩০ হাজার টাকার মাটি ফেলার কাজ হয় গত বর্ষার সময়। বর্ষার সময় মাটির কাজ বেআইনী জেনেও পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য কোন বাধা দেননি। এখানেও কমিশনার সি পি এমের শিষ মহম্মদ। এ সব কিছুই সি পি এম পরিচালিত বোর্ডে দলের লোকদের কিছু পাইয়ে দেবার নগ্ন নজির বলে পুরবাসীরা মনে করেন। অন্যদিকে ১৫নং ওয়ার্ডে তহঃ বাজারে যাবার রাস্তার দুধারে বাজার বসে। ফলে ঐ এলাকার মেয়েদের গঙ্গা স্নানের পথ প্রায় বন্ধ। রাস্তাটিও চলাচলের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। মৃগাঙ্কবাবু গদিতে বসার আগে প্রতিশ্রুতি দিলেও ঐ অতি প্রয়োজনীয় রাস্তাটির সংস্কারে কোন কিছুই করেননি। যদিও এই ওয়ার্ড থেকেই সব থেকে বেশী ট্যাক্স আদায় হয়। পুরপতির গড়িমসির কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। তবে কি ধরে নিতে হবে যেহেতু ১৫নং ওয়ার্ড কংগ্রেস কমিশনারের অধীন সেহেতু ওখানে কাজ করার অনীহা। পুরঘাটের ক্ষেত্রেও দেখা যায় সাড়ে ৫ লক্ষ টাকা বাকী থাকার পর ঘাট খাস করা হয়। ২৪ ঘন্টার মধ্যে অন্ততঃ আড়াই লক্ষ টাকা পরিশোধ করতে হবে এই সর্ত্তে। কিন্তু মাত্র দেড় লক্ষ টাকা জমা দিয়েই ইজারাদার পুরপতির আদেশে আবার ঘাট ফেরৎ পান। এতে পুরবাসীরা দুর্নীতির গন্ধ পেলে আশ্চর্য্যের কিছু নেই। আরো জানা যায় বর্তমানে যাঁরা বিভিন্ন কাজে ঠিকাদারী পাচ্ছেন তাঁদের অধিকাংশই সি পি এমের সমর্থক ও কর্তাভজা গোষ্ঠী। এ ধরনের স্বজনপোষণ ও দলবাজীর নজির পূর্বতন বোর্ডকেও লজ্জা দেবে বলে স্থানীয় মানুষ মনে করেন।

ডিলাররা অত্যাচারিত

(১ম পাতার পর)

আসেন বহরমপুরের চীপ ইন্সপেক্টর অব ফুড। তিনি ডিলারদের সমস্ত অভিযোগ শোনেন। মহকুমা নিয়ামকের অভদ্র আচরণ ও দক্ষিণা চাওয়ার কথা ডিলাররা চীপ ইন্সপেক্টারকে লিখিতভাবে জানান বলে খবর। এরপর গত ১২ ডিসেম্বর জেলা খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামক রঘুনাথগঞ্জে খাদ্য ও সরবরাহ নিয়ামকের অফিসে তদন্তে আসেন এবং সেখান থেকে স্থানীয় ডিষ্ট্রীবিউটরের ঘরে যান। মালপত্র বন্টনের ব্যাপারে সেখানে নাকি খাতাপত্রও দেখেন। অন্যদিকে খবর পশ্চিমবঙ্গ এম আর ডিলার্স এ্যাসোসিয়েশনের (শেষ পৃষ্ঠায়)

মৎস্য উৎপাদন প্রশিক্ষণ শিবির ও মৎস্যজীবী সম্মেলন

সাগরদীঘি ঃ সম্প্রতি এখানে জেলার মৎস্য অফিসার স্থানীয় ব্লকের ৬০ জন মৎস্যজীবীকে নিয়ে এক উৎপাদন প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেন। জেলার ও ব্লকের বিভিন্ন মৎস্য অফিসার এবং স্থানীয় বি ডি ও বাদলচন্দ্র দাস ১৫ দিন ধরে এই প্রশিক্ষণ দেন। পরে মৎস্যজীবীদের নিয়ে বি ডি ওর পরিচালনায় মালদহের বড় সাগরদীঘিতে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। অন্য দিকে রাজ্য মৎস্যজীবী সমিতির মুর্শিদাবাদ জেলা শাখা ৮ ও ৯ ডিসেম্বর এখানে একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। সম্মেলনে বিভিন্ন এলাকার আশি জন মৎস্যজীবী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন সি পি এমের জেলা সম্পাদক মধু বাগ। মৎস্যজীবীরা অভিযোগ তোলেন এখানে আশেপাশে প্রচুর বিল, পুকুর ও জলাশয় থাকা সত্ত্বেও মাছ চাষের তেমন কোন উন্নতি হচ্ছে না। জলাশয়গুলোর জল দূষিত হয়ে পড়ায় ও ব্যক্তিগত রেষারেষিতে জলে বিষ প্রয়োগ প্রভৃতি ঘটনা ঘটায় মাছ চাষ মার খাচ্ছে। গ্রাম পঞ্চায়েত এবং প্রশাসন যদি তৎপর হয়ে এগুলি রোধের ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নেন তবে এই ব্লকে প্রচুর মৎস্য উৎপাদন সম্ভব বলে মৎস্যজীবীরা মন্তব্য করেন।

দাম বেশী নেওয়া হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পিছু ৩ টাঃ ১৩ পঃ (৮ কিঃ মিঃ মধ্যে), ৩ টাঃ ১৫ পঃ (৮ থেকে ১৬ কিমি মধ্যে) এবং ১৬ কিমি-র উপরে ৩ টাঃ ১৭ পঃ। ঐ কিলোমিটারের হিসাব স্টকিষ্টের গোডাউন থেকে। চিনির দাম প্রতি কিলো ৫ টা ৩০ পঃ। জনসাধারণের আরো অভিযোগ, গ্রামের ডিলাররা প্রতি সপ্তাহে উপযুক্ত পরিমাণে মাল দেন না। কারণ দেখান সাপ্লাই নেই। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে অফিসার ভদ্রলোক বলেন, সরকারের নির্দেশমতো মাথা পিছু ৭৫ গ্রাম এবং ১৫০ গ্রাম চিনি বরাদ্দ আছে। কেরোসিন সাধারণতঃ ১ লিটার, স্টক বেশী থাকলে দেড় লিটার—আধ লিটার খুব কম সময় দেওয়া হয়। কেরোসিনের এই স্কেল নির্ভর করে স্টকের পরিমাণের উপর। কোন সপ্তাহে কত পরিমাণ চিনি, কেরোসিন বরাদ্দ আছে তা সাধারণ মানুষ কেমন করে জানতে পারবে, এ ব্যাপারে প্রশ্ন করলে অফিসারটি বলেন, প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতিতে ও ব্লক অফিসে সরকার নির্দ্ধারিত প্রতি সপ্তাহের বরাদ্দ তালিকা পাঠানো হয়। ডিলারের দোকানে প্রতি সপ্তাহের বরাদ্দ পরিমাণ লিখে টাঙিয়ে দেবার নির্দেশ আছে। তিনি আরো জানান, বজবজের স্টক থাকলে—লিটার পিছু কেরোসিনের দাম ০'৩ পয়সা বেশী দিতে হবে। আমাদের প্রতিনিধি ঐ অফিসারকে প্রতি সপ্তাহের বরাদ্দ পরিমাণ এবং দাম প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসে পাঠানোর এবং কড়া-পরিদর্শনের জন্য অনুরোধ জানান।

ডিলাররা অত্যাচারিত

(৫ম পৃষ্ঠার পর)

জঙ্গিপুর মহকুমা শাখার সম্পাদক প্রণব পাল সমিতির প্যাডে মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের পক্ষে সুপারিশ করে জেলা খাদ্য নিয়ামকের কাছে একটি চিঠি পাঠিয়েছেন বলে জানা যায়। উল্লেখ্য গত ডিলারস্ ধর্মঘটের সময় সাগরদীঘিতে ২ সপ্তাহ ধর্মঘট চলে। কিন্তু এ্যাসোসিয়েশনের চাপে জঙ্গিপুরের ডিলাররা ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেন। এই নিয়ে সাগরদীঘির ডিলারদের সাথে জঙ্গিপুরের মন কষাকষি তীব্র হয়। সাগরদীঘির এম আর ডিলারদের ধারণা সে কারণেই তাঁদের জব্দ করতে জঙ্গিপুর শাখা মহকুমা খাদ্য নিয়ামকের পক্ষ নিয়েছেন। এ্যাসোসিয়েসনের এ সব অগণতান্ত্রিক কাজকর্ম্ম দেখে ধুলিয়ানের এম আর ডিলাররা ঐ এ্যাসোসিয়েশন থেকে বেরিয়ে এসে জঙ্গিপুর সাব-ডিভিশনাল এম আর ডিলার্স ইউনিয়ন নামে একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তুলেছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতৃবৃন্দ সেই ইউনিয়ন পরিচালিত করছেন বলে জানা যায়। ঐ ইউনিয়নের সভাপতি হয়েছেন বদরুদ্দোজা বিশ্বাস, কার্য্যকরী সভাপতি আবদুস সামাদ ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন সুজিত মুন্সী।

লায়ন্স ও লিও ক্লাবের ১১তম চক্ষু অপারেশন শিবির

ধুলিয়ান ঃ গত ১৬ ডিসেম্বর স্থানীয় লায়ন্স ও লিও ক্লাবের পরিচালনায় কাঞ্চনতলা বালিকা বিদ্যালয়ে এক চক্ষু অপারেশন শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ডাঃ শিনাকীরঞ্জন রায়, ডাঃ এস এন ভকত, ডাঃ কালীকুমার গুপ্ত ও ডাঃ আবুল মনসুর আহমেদ উক্ত শিবিরে সহযোগিতা করেন। ৬ ও ৭ বছরের দুটি শিশুসহ ৬৩ জনের চোখে অস্ত্রোপচার করা হয়। কালো চশমা, ওষুধ, খাদ্য-পথ্যসহ সমস্ত খরচ বহন করেন ক্লাব সদস্যরা।

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!
সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

Centre for Career Development Courses
এখানে সুযোগ রয়েছে ঃ—
১। কম্পিউটার ট্রেনিং ২। স্পোকেন ইংলিশ
৩। ব্যাঙ্কিং ও রেল ইত্যাদি পরীক্ষার প্রস্তুতি এবং
৪। কমার্স শিক্ষার।
নতুন বছরের ভর্ত্তি চলছে। যোগাযোগ করুন ঃ
এস. এন. চ্যাটার্জী বি. পি. চ্যাটার্জী
পাকুড়তলা
পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)

কিস্তিতে পাওয়া যায়
বাস, লরী, ম্যাটাডোর, জীপ, প্রাইভেট কার ইত্যাদি। এছাড়া সাইকেল, ফ্যান, টিভি, সোফাকাম বেড, ষ্টিল আলমারী, খাট, ড্রেসিং টেবিল প্রভৃতি দৈনিক কিস্তির মাধ্যমে পাওয়া যায়।
সত্বর নীচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ
দিলসন্স্ মিউচুয়ালাইজার
গভঃ রেজি নং L/44399
শ্মশানঘাট রোড, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ ৭৪২২২৫
বিঃ দ্রঃ—কমিশন এজেণ্ট চাই

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।